ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার বুজরুক সীমান্তে বিএসএফ সদস্য কর্তৃক মুক্তার দাই ও মোঃ নূর ইসলামকে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১ জানুয়ারি ২০১৩ ভোররাত আনুমানিক ৪.৩০ টায় বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিতঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার ধীরগঞ্জ গ্রামের আইনুল দাই ও মৃত রেখা দাই এর ছেলে মুক্তার দাই (২৩) এবং বুজরুক গ্রামের আব্দুর রহমান ও নুরজাহানের ছেলে মোঃ নূ্র ইসলামকে (৩২)ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরাগুলি করে হত্যা করে।

তথ্যানুসন্ধানে জানাযায়, ১ জানুয়ারি ২০১৩ ভোররাতে মুক্তার, নূর ইসলাম এবং আরো কয়েকজনগরু আনতে সীমান্ত এলাকার ৩৬১/৫ এস পিলারের কাছে যান। সে সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে। বিএসএফ সদস্যদের ছোঁড়া গুলিতে মুক্তার ও নূর ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান এবং আজাদ আলী, মোঃ সামাদ ওরাজু আহত হন এবং একটি গরু মারা যায়।

তথ্যানুসন্ধানে আরো জানা যায়, মুক্তার দাই একজন নাপিত এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। বাড়ির সামনেই তাঁর দোকান। চার মাসআগে মুক্তার দাই এর স্ত্রী বন্যা গর্ভাবস্থায় তাঁর বাবার বাড়ি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার ধনু চেংঠি খৃষ্টান পাড়ায় যান। ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ বন্যা ঠাকুরগাঁও রোদেলা জেনারেল হাসপাতালে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ বিকেলে মুক্তার দাই তাঁর স্ত্রী বন্যাকে মোবাইল ফোনে জানান, ১ জানুয়ারি ২০১৩ সকালে ঠাকুরগাঁও এসে বন্যার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন এবং হাসপাতালের যাবতীয় খরচ পরিশোধ করবেন। হাসপালের যাবতীয় খরচ পরিশোধ করার জন্য মুক্তার দাই ভারত থেকে গরু আনার কাজে যান বলে তাঁর বাবা আইনুল দাই জানান।

একই সময়ে বিএসএফ এর গুলিতে নিহত মোঃ নূর ইসলাম ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষি শ্রমিক। তাঁর নিজের কোন জমি নেই। অন্যের জমিতে দিন মজুর হিসেবে কাজ করতেন তিনি। এতে তাঁর দৈনিক আয় হতো ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। এই টাকায় তাঁর স্ত্রী মোছাম্মত হালিমা, ছেলে মোমিন এবং মেয়ে সুরভীকে নিয়ে কষ্টে জীবন যাপন করতেন। দারিদ্র্যতারকারণে মাঝেমধ্যে গরু আনার কাজ করতেন বলে নূর ইসলামের স্ত্রী মোছাম্মত হালিমা অধিকারকে জানান।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ভারতের বিভিন্ন হাট থেকে কমদামে ভারতীয় মহাজন বা গরু ব্যবসায়ীরাগরু এনে সীমান্তবর্তী

গ্রামে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য জড়ো করে। এরপর বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীদের মোবাইল ফোনে খবর দেয়। ভারতীয় লোকদের দিয়ে বাংলাদেশে গরু আনলে খরচ বেশী হয়, সেজন্যবংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের দরিদ্র লোকদের ভারত সীমান্তে পাঠায়। বিএসএফ সদস্যরা ঘুষের বিনিময়ে বাংলাদেশী পারাপারকারীদের গরু আনতে দেয়। এই সময় বিএসএফ সদস্যদের চাওয়া ঘুষের পরিমাণ বেশী হলে বাংলাদেশী পারাপারকারীরা ঘুষ না দিয়ে কখনও গরু আনার চেষ্টা করলে বিএসএফ সদস্যরা তাদেরওপর গুলি বর্ষণ করে।

আহত আজাদ আলী, সামাদ এবং রাজু পুলিশ ও বিজিবির ভয়ে আত্মগোপনে থাকায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহত মুক্তারদাই ওনূর ইসলামের আত্মীয়স্বজন
- দুইটি লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি : মুক্তার দাই ও মোঃ নূর ইসলাম

বন্যা (২২), মুক্তার দাইয়ের স্ত্রী

বন্যা অধিকারকে বলেন, তাঁর স্বামী পেশায় একজন নাপিত। সামান্য আয় দিয়েই তাঁদের সংসার চলতো। প্রায় ৪ মাস আগে তিনি গর্ভাবস্থায় পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার ধনু চেংঠি খৃষ্টান পাড়ায় তাঁর পিত্রালয়ে যান। ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তিনি ঠাকুরগাঁও রোদেলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। আর্থিক সমস্যার কারণে ঐ সময় তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ মুক্তার দাই তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, ১ জানুয়ারি ২০১৩ সকালে তাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন এবং হাসপাতালের যাবতীয় খরচ পরিশোধ করবেন। পরে তাঁর মা ঝর্ণা ঋষির কাছ থেকে জানতে পারেন, ১ জানুয়ারি ২০১৩ রাতে ভারত সীমান্ত থেকে গরু আনার সময় সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

মোছাম্মত হালিমা (২১), নিহত মোঃ নূর ইসলামের স্ত্রী

মোছাম্মত হালিমা অধিকারকে জানান, স্বামী, ছেলেমোমিন(৩) এবং মেয়ে সুরভীকে (১) নিয়ে তাঁর সংসার। নিজের জমি না থাকায়তাঁর স্বামী অন্যের জমিতে দিন মজুরের কাজ করতেন। এতে তাঁর দৈনিক আয় হতো ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা।এই সামান্য টাকায় তাঁদের চার জনের সংসার চালানো ছিল অত্যন্ত কঠিন । ১ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় তাঁর স্বামী তাঁকে ঘুম থেকেডেকে তুলে জানান, বিশেষ একটি কাজে তাঁকে বাড়ির বাইরে যেতে হবে। একথা বলে নূর ইসলাম বাইরে চলে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ভোর আনুমানিক ৫.৩০ টায় বাড়ির আশেপাশের লোকজনের আওয়াজ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি তাঁর শ্বশুড় আব্দুর রহমানের কাছ থেকে জানতে পারেন ভোর রাতে ভারত সীমান্ত থেকে গরু আনার সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করেছে। লাশের ময়না তদন্ত শেষে ৩ জানুয়ারি ২০১৩ রাতে লাশ বাড়িতে আনলে তিনি লাশের বুকে গুলির চিহ্ন দেখতে পান। পরে বুজরুক গোরস্থানে তাঁর স্বামীর লাশ দাফন করা হয়।

আব্দুর রহমান (৬৬), নিহত মোঃ নূর ইসলামের বাবা

আব্দুর রহমান অধিকারকে জানান, ১ জানুয়ারি ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৫.০০ টায়বাড়ির বাইরে আসলেএক অপরিচিত লোকএসে তাঁকেজানান, ঐ লোকসহ নূর ইসলাম, মুক্তার এবং আরো কয়েকজন ভোররাতে ভারত সীমান্ত থেকে গরু আনতে গিয়েছিলেন। সে সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নূর ইসলাম, মুক্তার দাই এবং একটি গরু মারা গেছে।তখন আব্দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁর এক আত্মীয় মোঃ খায়রুলকেসীমান্ত এলাকায় পাঠান। সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় খায়রুল সীমান্ত এলাকা থেকে ফিরে এসে তাঁকে বলেন, ৩৬১/৫ এস পিলারের কাছে নূর ইসলামের গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে আছে।মোঃ খায়রুল এবং আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত এলাকায় গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লাশের কাছে যেতে বলে। তখন খায়রুল কাঁটা তারের কাছে যান এবং দেখতে পান, নূর ইসলাম ও মুক্তার দাইয়ের গুলিবিদ্ধ লাশ ও একটি গরু গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।নূর ইসলাম ও মুক্তার দাইয়ের লাশ সনাক্ত করার পরখাইরুল চলে আসেন।পরে বিজিবির মাধ্যমে লাশ দুইটি বাংলাদেশে আনা হয়।

আল মামুন চৌধুরী, প্রতিনিধি,দৈনিক লোকায়ন, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও

আল মামুন চৌধুরী অধিকারকে জানান, ১ জানুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় তিনি এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানতে পারেন, বিএসএফ এর গুলিতে নূর ইসলাম এবং মুক্তার দাই মারা গেছেন ও আরোতিনজন আহত হয়েছেন। তিনি জানতে পারেন যে, ভোররাত আনুমানিক ৪.৩০ টায় কয়েকজন ব্যক্তি ভারত সীমান্ত থেকে গরু আনার সময় বিএসএফ

সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করলে ৩৬১/৫ এস পিলারের কাছে নূর ইসলাম এবং মুক্তার দাই ও ১টি গরু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং এসময় আজাদ আলী (২৫),মোঃ সামাদ (২৯) এবং রাজু (২৩) আহত হন।

ছবি : (১) গুলিবিদ্ধ মোঃ নূর ইসলাম,(২) গুলিবিদ্ধ মুক্তার দাই। গুলিবিদ্ধস্থানগুলি চিহ্নিত করা রয়েছে(ছবিঃ অধিকার, তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১৩)

হাবিলদার মোঃ খুরশেদ আলম, বুজরুক বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার, ২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ , দিনাজপুর

হাবিলদার মোঃ খুরশেদ আলম অধিকারকে জানান, ১ জানুয়ারি ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৪.৩০ টায় সীমান্তে কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পান। সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় টহলরত বিজিবি সদস্যরা তাঁকে জানায় সীমান্তের ৩৬১/৫ এস পিলারের কাছেদুইটি গুলিবিদ্ধ লাশ ও একটি গুলিবিদ্ধ গরু মরে পড়ে আছে। খবর পেয়ে তিনি ২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিনাজপুরের অপ্স অফিসার মোঃ মোক্তাদির মামুনকে জানান। মোক্তাদির মামুন তাঁকে পতাকা বৈঠক করার জন্য বিএসএফ সদস্যদের চিঠি দিতে বলেন। সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় তিনি পতাকা বৈঠকের জন্য চিঠি পাঠান। সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় ৩৬১/৫ এস সীমান্ত পিলারের কাছে পতাকা বৈঠক হয়। পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন তিনি এবং বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন ১২১ ব্যাটালিয়ান খুড়কা বিএসএফ ক্যাম্পের স্টাফ অফিসার বিপেন সাখাওয়াত। লাশ সনাক্ত করার জন্য পতাকা বৈঠকে বুজরুক ও ধীরগঞ্জ গ্রামের কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পতাকা বৈঠকের পর তিনি এবং অন্যরা লাশের কাছে যান এবং মোঃ নূর ইসলাম এবং মুক্তার দাই এর লাশ সনাক্ত করেন।

আব্দুল ওয়াহাব আলী, কারিগাঁও ডি কম্পানী কমান্ডার, ২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ,দিনাজপুর

আব্দুল ওয়াহাব আলী অধিকারকে জানান, ১ জানুয়ারি ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৪.৩০ টায় বিএসএফ এর গুলিতে মোঃ নূর ইসলাম ও মুক্তার দাই নিহত হন। লাশ ফেরতের জন্য ২ জানুয়ারি ২০১৩ সকালে ১২১ ব্যাটালিয়ান খুড়কা বিএসএফ ক্যাম্পে একটি চিঠি পাঠানো হয়। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ থেকে তাঁদের জানানো হয় যে, বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় ৩৬১/৫ এস পিলারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। সঠিক সময় ও স্থানে পৌঁছালে খুড়কা বিএসএফ ক্যাম্প থেকে তাঁদের জানানো হয় ৩৫৯/৪ আর নম্বর পিলারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় ৩৫৯/৪ আর নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে লাশ হস্তান্তর করা হয়। পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন তিনি এবং বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন১২১ ব্যাটালিয়ন খুড়কা বিএসএফ ক্যাম্পের স্টাফ অফিসার বিপেন সাখাওয়াত। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বুজরুক ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার খুরশেদ আলম, হরিপুর থানার এসআই মফিজুল ইসলাম, ৩ নং বকুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু তাহের এবংভারতেরউত্তর দিনাজপুর জেলার করণদীঘি থানার সাব-ইন্সপেক্টর অরুণ কুমার কর্মকার।

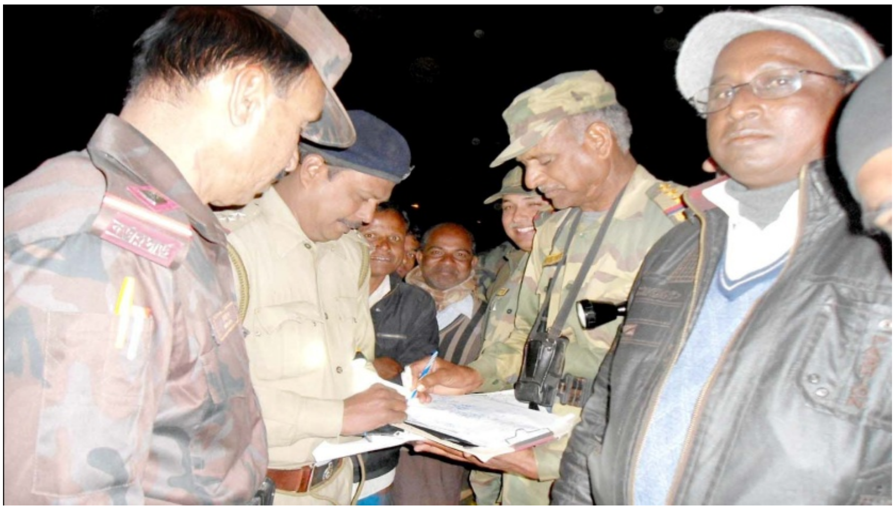

৩ জানুয়ারি ২০১৩ রাত ৭.৩০ টায় ৩৫৯/৪ আর নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকে লাশ হস্তান্তর করছেন ১২১ ব্যাটালিয়ন খুড়কা বিএসএফ ক্যাম্পের স্টাফ অফিসার বিপেন সাখাওয়াত। ছবি : অধিকার

যোতিন্দ্র নাথ শর্ম্মা, অফিসার ইনচার্জ (ওসি), হরিপুর থানা, ঠাকুরগাঁও

যোতিন্দ্র নাথ শর্ম্মা অধিকারকে জানান, ১ জানুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় বুজরুক বিজিবি ক্যাম্প থেকে খবর আসে সীমান্তে দুজন বাংলাদেশী মারা গেছেন। এখবর পেয়ে সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তিনি এবং এসআই মফিজুল ইসলাম বুজরুক বিজিবি ক্যাম্পে যান। বুজরুক বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার খুরশেদ আলম তাঁকে জানান, পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে লাশ ফেরত পাওয়া যাবে। যখন লাশ আনা হবে তখন থানায় খবর দেয়া হবে। ২ জানুয়ারি ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় লাশ আনার বিষয়ে খবর পেলে এসআই মফিজুল ইসলামকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে লাশ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন।

এসআই মোঃ মফিজুল ইসলাম, হরিপুর থানা, ঠাকুরগাঁও

এসআই মোঃ মফিজুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২ জানুয়ারি ২০১৩ হরিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) যোতিন্দ্র নাথ শর্ম্মার নির্দেশে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।যার নম্বর ৬৮; তারিখ ০২/০১/২০১৩। তিনি বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় বুজরুক বিজিবি ক্যাম্পে যান। সেখান থেকে তিনি বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে ৩৫৯/৪ আর সীমান্ত পিলারের কাছে যান। রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় তিনি পতাকা বৈঠকে বিজিবির মাধ্যমে মোঃ নূর ইসলাম ও মুক্তার দাই এর লাশ গ্রহণ করেন। লাশ দুটি বুজরুক বিজিবি ক্যাম্পে আনার পর তিনি সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। নূর ইসলামের বুকের বাম পাশে এবং মুক্তার দাই এর গলার বামপাশে গুলির চিহ্ন ছিল বলে তিনি সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। ৩ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.৪৫ টায় ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে নেন। লাশের ময়না তদন্ত শেষে নূর ইসলাম ও মুক্তার দাই এর পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

ডাঃ আব্দুল জুব্বার, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও

ডাঃ আব্দুল জুব্বার অধিকারকে জানান, ৩ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.৪৫ টায় হরিপুর থানার পুলিশ সদস্যরা নূর ইসলাম এবং মুক্তার দাই নামে দুই ব্যক্তির লাশ হাসপাতালের মর্গে আনেন। দুপুর আনুমানিক ৩.০০ টায় নূর ইসলাম এর লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেনযার নম্বর ২; তারিখ ০৩/০১/২০১৩। এরপরদুপুর আনুমানিক ৩.৩০ টায় মুক্তার দাই এর লাশের ময়না তদন্ত করেন যার নম্বর ৩; তারিখ ০৩/০১/২০১৩। নূর ইসলামের বুকের বাম দিকে এবং মুক্তার দাই এর গলারবাম পাশে গুলির চিহ্ন ছিল বলে তিনি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। এরআগে ভারতে ময়না তদন্ত করার সময় নূর ইসলাম ও মুক্তার দাই এর শরীরের ভেতরে থাকা গুলি অপসারন করা হয় বলে তিনি জানান।

অধিকারের বক্তব্য :

ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী সীমান্তে বাংলাদেশী নিরস্ত্র জনগণকে যখন তখন গুলি করে হত্যা করছে। আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশীদের গুলি করে হত্যার নীতি ভারত বহাল রেখেছে। অধিকার বিএসএফ এর হাতে নিহত মুক্তার দাই ও নূর ইসলামের হত্যার যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে হত্যাকারী বিএসএফ সদস্যদের বিচার দাবী করছে। অধিকার মনে করে বাংলাদেশ সরকারকে তার নাগরিকদের বিএসএফ এর হাতে নিহত বা নির্যাতিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য সত্যিকার ভাবেই সচেষ্ট হতে হবে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে ভিক্টিম বা তাঁর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

-সমাপ্ত-